পর্যবেক্ষণ

সংবাদ বিশ্লেষণ ● মানবিক স্বার্থভিত্তিক প্রতিবেদন ● সমস্যাকেন্দ্রিক সংবাদ কাহিনি

ভিক্ষার জন্য পথে প্রতিবন্ধী জালালুদ্দিন। ছবি - প্রতিবেদক

জালালুদ্দিন সরকারি সাহায্য না পেয়ে ভিক্ষাবৃত্তি বেছে নিয়েছে

মহম্মদ মুরতুজ আলম ● সামসী

প্রতিবন্ধী জালালুদ্দিনের বয়স পঁয়ষট্টি। বাড়ি রতুয়ার বানভাসি বিলাইমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের চাঁদপুর গ্রামে। জমি জায়গা নেই। সম্বল পৈতৃক সূত্রে পাওয়া মাত্র কাঠা তিনেক ভিটে বাড়ি। ব্যাস ওই পর্যন্তই। তাই সংসার চালাতে ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন জালালুদ্দিন। কিন্তু শখে নয়, পেটের টানে।

প্রতিবন্ধী জালালুদ্দিন জানান, বয়স যখন চল্লিশ তখন প্যারালাইসিস অসুখে ধরে। বহু ডাক্তার, কবিরাজ দেখানোর পরও ফল মেলেনি। বাঁ-হাত ও বাঁ-পা অক্ষম হয়ে যায়। তারপর থেকেই ভিক্ষে করে খাচ্ছেন। অবশ্য প্যারালাইসিস হওয়ার আগে তিনি বেশ ভালোই ছিলেন। তখন অন্যের জমিতে কিংবা ভিনরাজ্যে খেটে খুব ভালোই খেতেন।

জালালুদ্দিন সাহেবের স্ত্রী রোকেয়া বিবি বেঁচে রয়েছেন। রোকেয়া অন্যের বাড়িতে কাজ করেন। দুই ছেলে জমসেদ আলি ও সাইফুদ্দিন ভিনরাজ্যে রাজমিস্ত্রির কাজ করেন বছর ছ-মাস। এক মেয়ে আঞ্জুর মানিকচকে বিয়ে হয়েছে। জালালুদ্দিন জানান, কেবল ইদ পড়লে বাড়ি যান। বছরের বাকি সময় চাঁচল, সামসী, ভাদো, রতুয়া প্রভৃতি এলাকায় ভিক্ষে করে বেড়ান। মসজিদের উঠোনে, দোকান ঘরের বারান্দায়, যত্রতত্র রাত কাটান জালালুদ্দিন। তার বিছানা খড় আর তার ওপর ছেঁড়া একটি চাদর। পরনে একটি ছেঁড়া লুঙ্গি, একটি গামছা, একটি পুরানো জামা আর ভিক্ষে করে পাওয়া একটি ছেঁড়া জ্যাকেট তার ঠান্ডার সঙ্গী। বালিশ নেই, লেপ নেই। এরকম অসহায় প্রতিবন্ধীর দিকে কারও নজর নেই। প্রশাসনও মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। সরকারি তরফে কোনওদিন কানাকড়িও জোটেনি জালালুদ্দিনের ভাগ্যে। তিনবেলা খাওয়া-দাওয়াও হয়না তেমন। ভিক্ষে করতে গিয়ে যখন যা দেয়, তাই তিনি খান। বাঁ-হাত ও বাঁ-পাটি বিকল থাকায় হাঁটাচলা তেমন করতে পারেন না। কোনওরকম খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেন। আজ সরকারি তরফে একটি প্রতিবন্ধী গাড়িও জোটেনি ভাগ্যে। প্রতিবন্ধী ভাতাটুকুও পান না। ৬৫ বছর বয়স হলেও আজও বার্ধক্যভাতা চালু হয়নি জালালুদ্দিন সাহেবের। পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনের দ্বারে দ্বারে ঘুরে শুধুমাত্র হয়রানি ছাড়া তেমন কিছু জোটেনি জালালুদ্দিনের ভাগ্যে। বিপিএল তালিকায় নাম রয়েছে জালালুদ্দিনের। তবু ইন্দিরা আবাস যোজনার ঘর পাননি। এক কথায় সবরকম সরকারি সাহায্য থেকে বঞ্চিত তিনি। বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নদী মণ্ডলের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি জানান, ঘটনাটি দুঃখজনক। জালালুদ্দিন সাহেবের খোঁজখবর নিয়ে তিনি যাতে সবরকম সরকারি সাহায্য পান তার ব্যবস্থা করবেন। রতুয়া-১ বিডিও নীলাঞ্জন তরফদারও একই অভিমত পোষণ করেছেন।

রাজ্য গ্রামীণ ক্রীড়ায় সাইক্লিংয়ে সেরা দিনহাটার জয়দেব

কৌশিক সরকার ● দিনহাটা

জীবনে প্রথম রেসিং সাইকেলে চেপে রাজ্য গ্রামীণ ক্রীড়ায় সাইক্লিং-এ সেরা হয়েছে দিনহাটার বড়নাচিনা গ্রামের ছেলে জয়দেব। মাতালহাট উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র জয়দেব বর্মনের এহেন সাফল্যে খুশি গোটা গ্রাম। স্কুলের শিক্ষকরাও তার ফলাফলে খুশি। বিপিএলভুক্ত পরিবারের সন্তান জয়দেব জানায়, এবারই প্রথম পাইকার প্রতিযোগিতামূলক আসরে অংশগ্রহণ তার। বাড়ির সাধারণ সাইকেলখানা নিয়েই প্রাথমিক পর্বে অংশগ্রহণ করে সে। তারপর জেলা পেরিয়ে রাজ্যস্তরে। রাজ্যস্তরে যে সাইকেল প্রতিযোগিতায় নামার জন্য সরবরাহ করা হয় সেটিতে চড়ার অভ্যেস ছিল না তার। তা সত্ত্বেও শুধুমাত্র মনের জোরে সবার আগে নির্দিষ্ট দূরত্বে পৌঁছে সকলকে চমক দেয় সে। প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন জয়দেব চায় আরও এগোতে। বাড়িতে নিত্য অভাব। তার বাবা কামিনী বর্মন ভ্যানরিকশা চালিয়ে কোনোরকমে সচল রেখেছেন সংসারের চাকাটা। তাই উন্নতমানের বাইসাইকেল কিংবা নিয়মিত পুষ্টিকর খাবারদাবার ওর জোটে না বলে প্রতিবেশীরাই জানিয়েছেন। আর্থিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও 'সাইকেল' থামাতে রাজি নয় জয়দেব। স্থানীয় প্রশিক্ষক স্বপন বর্মনের উৎসাহ আর স্কুলের শিক্ষকদের অনুপ্রেরণা তার পাথেয়। একে সম্বল করেই এগিয়ে চলতে চায় দুস্থ পরিবারের এই স্কুলছাত্রটি। ওর বাবা কামিনী বর্মনের কথায়, মাস পাঁচেক আগে একটা সাইকেল কিনেছি অতিকষ্টে। সেই সাইকেল-ই যে ছেলেকে এতদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে-আগে ভাবেননি তিনিও। ছেলের সাফল্যে খুশি তিনিও, তবে সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাও বেড়েছে তার। মাঝপথে বন্ধ হয়ে যাবে না তো জয়দেবের সাইকেল-এ চিন্তাই মাথায় ঘোরে বারবার। মাতালহাট স্কুলের সহশিক্ষক চন্দন চক্রবর্তী বলেন, ছেলেটি নিঃসন্দেহে প্রতিভাবান। ওকে যতটা সম্ভব সাহায্য করা হয়। রাজ্যস্তরে সাফল্যের কারণে স্কুলে সংবর্ধনা দেওয়া হবে ওকে। সে যাইহোক, গ্রামীণ এসব প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশের পথে অর্থ যাতে অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায় তা দেখা দরকার বলে স্থানীয় ক্রীড়ামহলের অভিমত। জয়দেব জানায়, সাইকেল চেপে গোটা দেশ ঘুরতে চায় সে। আর এই সাইকেলেই দেশের মুখ উজ্জ্বল করার স্বপ্ন তার মনে।

ছবি - প্রতিবেদক।

শিলিগুড়ি ডাকঘর বুকিং জার্নাল দিতে না পারায় লাইসেন্স বণ্টন সংকটে

কুন্তল দত্ত ● শিলিগুড়ি

বিএনপিএল বুকিং জার্নাল সময়মতো দার্জিলিং জেলা অতিরিক্ত আঞ্চলিক পরিবহণ (এআরটিও) দপ্তরে পাঠাতে পারছে না শিলিগুড়ি প্রধান ডাকঘর। সরবরাহজনিত সমস্যার কারণেই ড্রাইভিং লাইসেন্স বিলিবণ্টন ব্যবস্থাও নির্দিষ্ট সময় মেনে করা সম্ভব হচ্ছে না এআরটিও দপ্তরের পক্ষে। এদিকে, লাইসেন্স বিলি ব্যবস্থার গোটা প্রক্রিয়াটাই ঢিমে গতির অবস্থায় চলে যাওয়ায় সাধারণ মানুষকে অযথা হেনস্তা হতে হচ্ছে। তাদের যত রাগ গিয়ে পড়ছে এআরটিও দপ্তরের কর্মীদের ওপর। এই অবস্থায় এআরটিও দপ্তরের বক্তব্য, এই বিষয় তাদের করণীয় কিছু নেই। সময়মতো জার্নাল না পেলে তাদের পক্ষেও কাগজপত্র ডাকে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সরবরাহজনিত সমস্যার কথা মেনে নিয়েছেন শিলিগুড়ি প্রধান ডাকঘরের পোস্টমাস্টার আর কে ভার্মা। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

চলতি ২০১২ সালের প্রথমদিন অর্থাৎ ১ জানুয়ারি থেকেই নতুন ড্রাইভিং লাইসেন্স, পুরানো ড্রাইভিং লাইসেন্স নবীকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের ঠিকানায় ডাক ব্যবহার মাধ্যমে বিলির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুধু শিলিগুড়ি মহকুমা বা গোটা দার্জিলিং জেলাতেই নয়, ডাক বিলির এই নতুন ব্যবস্থা চালু হয়ে গিয়েছে সারা রাজ্যজুড়েই। সঠিক ব্যক্তির হাতেই যাতে লাইসেন্সটি পৌঁছায় তা নিশ্চিত করতেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এই মর্মে এআরটিও দপ্তররে সঙ্গে শিলিগুড়ি প্রধান ডাকঘরের একটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত রয়েছে। সেই চুক্তি মোতাবেক, ডাকঘর থেকে বিএনপিএল বুকিং জার্নাল এআরটিও দপ্তরে পাঠানো হবে এবং জার্নালের 'ডকেট' (কম্পিউটারাইজড বার কোড) সংবলিত খামবন্ধ লাইসেন্স পৌঁছানোর কথা সঠিক ব্যক্তির ঠিকানায়। এদিকে, ডাকবিলির এই পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরেও অনেকে লাইসেন্স সময়মতো পাচ্ছেন না। সমস্যায় পড়েছেন ছোটো-বড়ো গাড়ির চালকরা। ইতিমধ্যেই বহু চালক লাইসেন্স না পেয়ে ঘেরাও করেছেন এআরটিও দপ্তরে। কিন্তু এ বিষয়ে তাদের কিছুই করার নেই বলে জানিয়েছেন এআরটিও দপ্তরের কর্মীরা। এআরটিও দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, দৈনিক তিনটি অন্তত বিএনপিএল বুকিং জার্নাল তাদের প্রয়োজন। প্রতিটি বুকিং জার্নালে ২০০টি করে 'ডকেট' নম্বর থাকে। প্রতিদিন ৬০০টি করে চিঠি পাঠাতে ৬০০ 'ডকেট' নম্বর অবশ্যই তাদের দরকার। কিন্তু বর্তমানে দু-দিন বা তিনদিন অন্তর একটি বা দুটি করে বুকিং জার্নাল তাদের দপ্তরে এসে পৌঁছাচ্ছে। ফলে ডকেট-এর অভাবে চিঠির পাহাড় জমে যাচ্ছে তাদের দপ্তরে। সাধারণ মানুষও সময়মতো ড্রাইভিং লাইসেন্স হাতে পাচ্ছেন না। তাদের হয়রানি চরমে পৌঁছেছে। মাঝেমধ্যেই বিলম্বের কারণ তলব করতে সাধারণ মানুষ ভিড় করছেন এআরটিও দপ্তরে। এআরটিও দপ্তরের আধিকারিক জানিয়েছেন, বিএনপিএল বুকিং জার্নালের 'ডকেট' স্টিকার সাঁটা চিঠি পাঠানো যায় না। এআরটিও দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, জার্নাল বাবদ ডাকঘরের কাছে তাদের একটা টাকাও বাকি নেই। অথচ, গত ৩-৪ মাস ধরেই ডাকঘর জার্নাল সময়মতো পাঠাতে ব্যর্থ হচ্ছে। চলতি মাসের ১৩ ডিসেম্বরের পর এখনও ডাকঘর থেকে জার্নাল বুক এআরটিও দপ্তরে এসে পৌঁছায়নি। সরবরাহজনিত সমস্যার কথা মেনে নিয়েছেন পোস্টমাস্টার আর কে ভার্মা। তিনি বলেন, গত এক বছর ধরে আমরা এআরটিও-কে পরিসেবা দিয়ে আসছি। মাঝেমধ্যে এ ধরনের সমস্যা তৈরি হচ্ছে। আমরা এই বুকিং জার্নাল সংগ্রহ করি শিলিগুড়ি চার্চ রোডের পোস্টাল স্টোর ডিপো থেকে। সময় বিশেষে তারাও আমাদের বুকিং জার্নাল পাঠাতে পারে না। তবে, ভবিষ্যতে এই সমস্যা এড়াতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

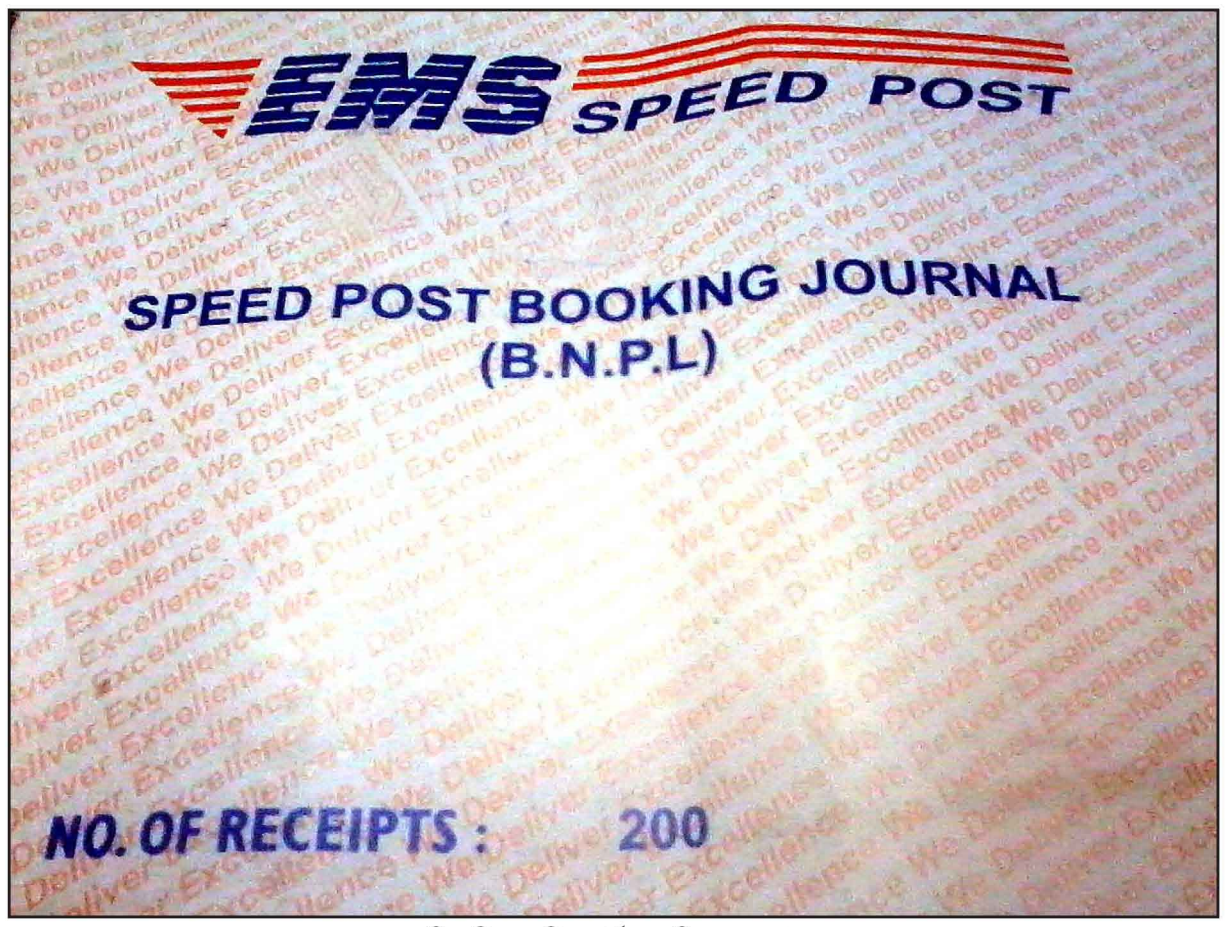

বিএনপিএল বুকিং জার্নাল। ছবি - তপন দাস

চ্যাংরাবান্ধায় বারবার চুরির ঘটনায় আতঙ্কিত মানুষ

সুশান্ত গুহ ● চ্যাংরাবান্ধা

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও পুলিশের কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ মহকুমার চ্যাংরাবান্ধাতে একের পর এক চুরির ঘটনায় সাধারণের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন মহল থেকে ক্ষোভ প্রকাশ করে মন্তব্য করা হচ্ছে, চ্যাংরাবান্ধার নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। নিরাপত্তার নামে চলছে 'বজ্র আটুনি ফসকা গেড়ো'র নিরাপত্তা ব্যবস্থা। অতি সম্প্রতি এক ভোর রাতে চ্যাংরাবান্ধার বাজার সংলগ্ন এলাকার ব্যবসায়ী রণজিৎ কোঠারীর বাড়িতে দুর্বৃত্তরা হানা দিয়ে পাকাপোক্ত গোয়ালঘরের গেট ভেঙে অত্যন্ত দামি তিনটি গোরু নিয়ে নিরাপদে পালিয়ে যায়। এই চুরির ঘটনা জানাজানি হতেই স্থানীয় লোকজনেরা বিএসএফ ক্যাম্পের আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে অবিলম্বে এই চুরি হওয়া গোরু উদ্ধারের দাবি জানান। স্থানীয় সকলের এক কথা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত চ্যাংরাবান্ধার নিরাপত্তা ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়েছে। সীমান্তে রয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী আর বাজার এলাকার নিরাপত্তায় রয়েছে পুলিশ ফাঁড়ি। কিন্তু একের পর এক দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় মানুষ আতঙ্কিত। বাজার এলাকা বাংলাদেশি দুর্বৃত্তদের অবাধ চলাচলের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়ে পড়েছে। মাস কয়েক আগে ব্যবসায়ী পবন আগরওয়ালার বাড়ি থেকে একসঙ্গে দুটি বাইক চুরি হয়ে যায়। এর পরে হাসপাতালের কোয়ার্টার থেকে ডাঃ দীপঙ্কর বসুমাতার বাইক চুরি হয়ে যায়। অথচ একটি চুরিরও কিনারা হয়নি। স্থানীয়দের ধারণা, এই সমস্ত চুরির ঘটনায় বাংলাদেশি দুর্বৃত্তরা জড়িত। বাংলাদেশি দুর্বৃত্তদের কাহিনি আজও রয়েছে। সেই কাহিনিও ভয়ংকর। চ্যাংরাবান্ধার বাজার লাগোয়া খেনপাড়া সীমান্তে এবং বিবেকানন্দ পাড়ার সীমান্তের কাছে বাংলাদেশি গোরু পাচারকারীদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর দুই কর্তব্যরত জওয়ান গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন। পাশাপাশি বাংলাদেশি ও স্বদেশি দুর্বৃত্তদের হামলায় ভিআইপি মোড়েও পুলিশ ফাঁড়ির এক কর্মী আহত হয়েছিলেন। এই ঘটনার পরে স্বাভাবিকভাবেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা এখন প্রশ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

এদিকে, তথ্যাভিজ্ঞমহল সূত্রের খবর, চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে গোরু পাচার চলছে পাইকারি হারে বাধাহীন ভাবে। এই গোরু পাচারের পাশাপাশি আবার বাংলাদেশিরা অবৈধ্যভাবে ভারতে প্রবেশ করে বিভিন্ন স্থানে চলে যাচ্ছে পাচারকারীদের সহায়তায়। কিন্তু কর্তৃপক্ষের কোনো হেলদোল নেই।

চ্যাংরাবান্ধায় একের পর এক দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় স্থানীয় মানুষের আতঙ্ক ও ক্ষোভের বিষয়ে বিএসএফ কর্তৃপক্ষ কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন।

ভারত নেপাল সীমান্তে ৮০ কিমি পাকা রাস্তা তৈরি করছে কেন্দ্র

শক্তিপ্রসাদ জোয়ারদার ● কিশনগঞ্জ

জেলার ভারত নেপাল সীমান্তে বর্ডার রোড তৈরির ফলে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগবে। কেননা ভারত নেপাল সীমান্তে কেন্দ্রীয় সরকার ৮০ কিমি পাকা রাস্তা বানাচ্ছে। এই রাস্তা কিশনগঞ্জ জেলার ৪টি ব্লক বা অঞ্চল দিয়ে যাবে। আর এই নতুন রাস্তা নির্মাণের জন্য জেলায় ২০০ একর জমি অধিগ্রহণ করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন জেলাবাসী। কিন্তু জেলায় ২০০ একর বেসরকারি জমি অধিগ্রহণে একটু সমস্যা হতে পারে মনে করছে সংশ্লিষ্ট দপ্তর।

এই রাস্তা তৈরির জন্য সড়ক নির্মাণ দপ্তর জমির সার্ভে করে জমি চিহ্নিত করে ফেলেছে। এই সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরি করে জেলাশাসক সন্দীপ কুমার পুডকল কুটিকে জমি অধিগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেছে সংশ্লিষ্ট দপ্তর।

জেলার টেরাগছ ব্লক বা অঞ্চলের ফতেহপুর থেকে জেলার ঠাকুরগঞ্জ ব্লক বা অঞ্চলের গলগলিয়া পর্যন্ত এই রাস্তা তৈরি হবে। আবার এই রাস্তা বাহাদুরগঞ্জ ও দিঘলব্যাংক ব্লক দিয়ে যাবে। ফতেহপুর থেকে শুরু হয়ে এই বর্ডার রোড পিলটোলা, কাঞ্চনবাড়ি, হারুয়াডাঙ্গা, দিঘলব্যাংক, গড়বনডাঙ্গা, পাঠামারী, জিয়াপোখর, গণেশটোলা ও ভাতগাঁও হয়ে গলগলিয়ায় শেষ হবে।

সড়ক নির্মাণ দপ্তর এই প্রস্তাবিত রাস্তা নির্মাণের জন্য যতটা পারা যায় গ্রামীণ বিকাশ দপ্তরের পাকা ও কাঁচা রাস্তার সঙ্গে সরকারি জমিও নিয়েছে। কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও বর্ডার রোডের জন্য জেলায় প্রায় ২০০ একর বেসরকারি জমি অধিগ্রহণ করতে হবে। পিডব্লুউডি এই জমি অধিগ্রহণের জন্য জেলাশাসককে লিখিত অনুরোধ করেছে। কেননা, জেলার ভূমি রাজস্ব দপ্তর ওই জমির ভ্যালুয়েশন করে জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণের টাকা দেবে। যদিও এই টাকা দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। তবে রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাধ্যমে।

এছাড়া এই প্রস্তাবিত বর্ডার রোড গড়িয়া, কিশনি, কনকই-১, কনকই-২, বুড়ি কনকই ও মেচী নদীর উপর দিয়ে যাবে। তাই এই সব নদীগুলির উপরে ছোটোবড়ো ১০/১২ টি সেতু, কালভার্ট তৈরি হবে। কনকই-১ নদীর উপর কাঞ্চনবাড়ির কাছে ও কনকই-২ নদীর উপর গড়বন ডাঙ্গার কাছে দুইটি বড়ো সেতু হবে। এছাড়া গনেশটোলার কাছে মেচী নদীতে একটি বড়ো সেতু তৈরি হবে।

এছাড়াও প্রস্তাবিত বর্ডার রোডে লাগানো গাছ ও বিদ্যুতের পোল সরানোর খরচের ব্যয় জানবার জন্য পিডব্লুউডি বন ও বিদ্যুৎ দপ্তরকে লিখিত অনুরোধ করেছে। কারণ রাজ্য সরকারের কাছে এই বাবদ ক্ষতিপূরণের টাকা চাওয়া হবে বলে এক সূত্রে জানা গেছে।

সড়ক নির্মাণ দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সদানন্দ চৌধুরি জানিয়েছেন, ২৩৮ কোটি টাকার এই প্রকল্পের আর্থিক ও প্রশাসনিক স্বীকৃতি পাওয়া গেছে। অতিসত্বর বর্ডার রোড নির্মাণের জন্য দরপত্র বের করা হবে। আর ২০০ একর জমি অধিগ্রহণ, বিদ্যুতের পোল সরানো ও গাছ কাটার কাজ শেষ হলেই রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হবে।

একের পর এক একশো দিনের কাজ পেয়ে খুশি পারপাতলাখাওয়ার মানুষ

সুভাষ বর্মন ● শালকুমারহাট

একের পর এক একশো দিনের প্রকল্পে কাজ পেয়ে খুশি পারপাতলাখাওয়া গ্রামের মানুষ। সংশ্লিষ্ট গ্রাম উন্নয়ন কমিটির দাবি, প্রায় এক বছরের মধ্যে এনআরজিএসই প্রকল্পের বহু কাজ পেয়েছেন তারা। নতুন রাস্তা নির্মাণ, পুরোনো রাস্তা সংস্কার থেকে পুকুর খননের ক্ষেত্রে একশো দিনের প্রকল্পে অনেক কাজ হয়েছে। আরও বেশকিছু কাজ তাদের হাতে রয়েছে। বর্তমানেও চলছে একটি লিংক রোড সংস্কারের কাজ। জবকার্ডধারী শ্রমিকরাও একের পর এক কাজ পেয়ে খুশি। সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কাজ হওয়ায় উন্নত পরিসেবাও পাচ্ছেন গ্রামের মানুষ। তাই এই প্রকল্প নিয়ে সকলের মধ্যে খুশির বাতাবরণ দেখা যাচ্ছে।

আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের অন্তর্গত পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের শেষে সীমানায় অবস্থিত পারপাতলাখাওয়া গ্রাম। গ্রামটি মেজবিল-গুদামটারি মৌজার অধীন। গ্রামের রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গদের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে কথা বলে জানা গেছে, অতীতে একসময় এই গ্রামে সেরকম সরকারি কাজ হত না। কাজের মধ্যে রাজনৈতিক দলাদলির প্রকোপ ছিল বেশি। কিন্তু চলতি বছরের মধ্যে পূর্বের সেই চিত্র অনেকটাই বদলে যায়। গ্রাম উন্নয়ন কমিটির কর্তারাই বলেছেন, পাঁচ বছরের মেয়াদকালে তাদের এই গ্রাম উন্নয়ন কমিটি প্রথমদিকের প্রায় চার বছর যা সরকারি কাজ গ্রামের উন্নয়নে করতে পেরেছে, তুলনামূলকভাবে চলতি বছরে অনেক বেশি কাজ ওই কমিটির হাত দিয়েই হয়েছে। সম্ভবত তার মূল কারণ, রাজনৈতিক একতা।

রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য একটা সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত গ্রাম উন্নয়ন কমিটিতে দলাদলির তথা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র কিংবা রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের জেরে গ্রাম উন্নয়নমূলক তেমন কোনো কাজ গ্রাম পঞ্চায়েত বা ব্লক দপ্তর থেকে ছিনিয়ে নিতে পারেনি। কিন্তু হঠাৎ করেই গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের কথা ভেবে রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে একত্রিত হয়ে বিভিন্ন সরকারি কাজ ছিনিয়ে আনতে সমর্থ হয় সংশ্লিষ্ট গ্রাম উন্নয়ন কমিটি। যার জন্যই চলতি বছরে একের পর এক একশো দিনের প্রকল্পে কাজ শুরু হয় যা এখনও চলছে। পারপাতলাখাওয়া গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সচিব গোপাল সরকার (পার্ট নং-১৩/১৬২) বলেন, চলতি বছরে তাদের গ্রামের বিভিন্ন পরিসেবামূলক কাজের খাতে প্রায় ১৪ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। আরও প্রায় কয়েক লক্ষ টাকার কাজ হওয়ার অপেক্ষায়। গ্রাম উন্নয়ন কমিটি সূত্রে জানা গেছে, গ্রামে দুই লাখ টাকায় মোদি সাংমা ও ২ লাখ ৫০ হাজার টাকায় উপেন বর্মনের দুটি পুকুর খনন ও সংস্কার হয়। ইতিপূর্বে ৪টি মেঠোপথের কাজ হয়। গুদামটারি এলাকায় বিজয় মারাক থেকে বেঞ্জামিন হাওয়াই-এর বাড়ি পর্যন্ত ৫০০ মিটারের একটি নতুন লিংক রোড বা সংযোগ সড়ক নির্মিত হয়। এই সড়ক বাবদ অর্থ বরাদ্দ ছিল ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা। একই অর্থ বরাদ্দে আরও তিনটি লিংক রোড নির্মিত হয়। ২ লাখ ৪৫ হাজার টাকা ব্যয়ে ৯০০ মিটারের একটি নতুন মেঠো পথ নির্মিত হয়। একটি আরবিএম-এর রাস্তা তৈরিতে একশো দিনের প্রকল্পে শ্রমিক বাবদ ব্যয় হয় তিন লক্ষ দশ হাজার টাকা। বর্তমানেও গুদামটারি এলাকায় ভজহরি সরকারের বাড়ি হতে রণজিৎ মণ্ডলের বাড়ি পর্যন্ত এক কিমির একটি নতুন মেঠোপথ তৈরির কাজ চলছে। এই রাস্তাটি বাবদ অর্থ বরাদ্দ হয়েছে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা। সংশ্লিষ্ট গ্রাম উন্নয়ন কমিটি সূত্রে আরও জানা গেছে, একশো দিনের প্রকল্পে সাড়ে চার লাখ টাকায় একটি নালা বাঁধ তৈরির কাজও কিছুদিনের মধ্যে শুরু হবে। অর্থ বরাদ্দ হয়ে গেছে। জানা গেছে, আরও একটি ১ কিমি রাস্তায় আরবিএমের কাজের জন্য ৬ লাখ টাকা বরাদ্দ হতে চলেছে।

গ্রামের চতুর্দিকে একের পর এক এভাবে একশো দিনের প্রকল্পে কাজ করতে গিয়ে অবশ্য ছোটোখাটো সমস্যারও সম্মুখীন হচ্ছেন উন্নয়ন কমিটির কর্মকর্তারা। তবে দক্ষতার সঙ্গে সুপারভাইজার হিসেবে কাজ করছেন রাজকুমার সরকার, ধীরেন চক্রবর্তী, সতীশ বর্মন, মনোরঞ্জন রায় প্রমুখ। শুধু তাই নয়, সব সময়েই কাজের তদারকি করছেন গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সদস্য সুজিত সরকার, সুরেন্দ্রনাথ বর্মন, মানিকলাল রায় ও বাবুলাল সরকার। প্রত্যেকেই আবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি। রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ভুলে তারা প্রত্যেকেই মিলিত হয়ে ছোটো-বড়ো সব কাজগুলি সম্পন্ন করছেন। আর পর্যায়ক্রমে গ্রামের প্রায় ৩০০ জন জবকার্ডধারী শ্রমিকরা একের পর এক কাজ পাচ্ছেন বলে খুশি সবাই।

ছবি - প্রতিবেদক।